Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমান সবার আগে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: আরিফুল ইসলাম

রোলঃ 227010699

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমান সবার আগে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ আরিফুল ইসলাম

রোলঃ 227010699

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ঈমান সবার আগে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: আরিফুল ইসলাম, আইডিঃ 227010699 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ঈমান সবার আগে ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Md. Ariful Islam

(স্বাক্ষর)

মো: আরিফুল ইসলাম

আইডিঃ 227010699

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ঈমানের পরিচয় 5

পরিভাষায় ঈমান: 5

ঈমানের শারঈ অর্থ...6

ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের দৃষ্টিতে ঈমান :..9

ঈমানের শাখাসমূহ: 9

ঈমানের রোকন:.. 10

কতিপয় ফেরেস্তার বিশেষ কাজ:.. 12

নবী রাসূলদের প্রতি ঈমানের প্রকৃতি:... 15

তাক্বদীরের উপর বিশ্বাসের স্তরসমূহ:.. 17

ঈমানের কেন সবার আগে...?.. 18

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি :.. 37

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য :... 47

ঈমান ভংগের কারন 49

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমার এই প্রচেষ্টা আল্লাহ সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুক -আমীন।

ঈমানের পরিচয়

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে '**ঈমান**'। প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের দাওয়াত। ঈমান ব্যতীত বান্দার কোন আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। ঈমানের উপর নির্ভর করেই বান্দার জান্নাত-জাহান্নাম ও পরকালীন মুক্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে ঈমান সবার আগে বিষয়ের উপর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ঈমান : ঈমান (الإيمان) শব্দটি আমন (امن) শব্দ থেকে নির্গত। আমন অর্থ- নিরাপত্তা, আশংকা মুক্তি, ইত্যাদি। যা ভীতির বিপরীত। আর মুমিন শব্দের অর্থ হ'ল- বিশ্বাসী, আস্থাশীল, আস্থাবান। যেমন হাদীছে এসেছে, الْمُؤْمِنُ مَن أَمِنَهُ النَّاس، 'মুমিন তো তিনিই যাকে মানুষ নিরাপদ মনে করে'।

[ইবনু মাজাহ হা/৩৯৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৫৮।]

পরিভাষায় ঈমান:

الْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَّةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْع ،

'ঈমান' হল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হল মূল এবং কর্ম হল শাখা।

ঈমানের শারঈ অর্থ

পারিভাষিক অর্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট ঈমান হল মূল ও শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। প্রথম দু'টি মূল ও শেষেরটি হ'ল শাখা, যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। [*ইবনু মান্দাহ, কিতাবুল ঈমান ১/৩৩১*]

সুতরাং ঈমান **তিনটি** বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে-

১- দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস,

২- মুখে উচ্চারণ এবং

৩- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল

(এক) অন্তরের কথা অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন,
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ -

'যারা সত্যসহ উপস্থিত হয়েছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাক্বী, তারা যা চাইবে সব কিছুই আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান' *(যুমার ৩৯/৩৩-৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ 'এমনিভাবেই আমিই ইব্রাহীমকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়' *(আন'আম ৬/৭৫)*।

তিনি আরো বলেন

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا -,

'তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না' *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*।

মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাসে কোন সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না।

(দুই) মুখে উচ্চারণ অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহর মুখে স্বীকৃতি প্রদান করা, উচ্চারণ করে পড়া এবং আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون-َ

‘তোমরা বল, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা ও ঈসা-কে যা প্রাদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রভু হ’তে যা দেয়া হয়েছিল। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী’ *(বাক্বারাহ ২/১৩৬)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا

‘যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি। এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৩)*।

তিনি আরো বলেন,

وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ ٍ

‘বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি’ *(শূরা ৪২/১৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون َ

‘তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত’ *(যুখরুফ ৪৩/৮৬)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْن َ

‘যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না’ *(আহক্বাফ ৪৬/১৩)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা এ মর্মে

সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা‘বূদ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হ’তে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন হক থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত’। [*বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২২*]

উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট হল যে, ঈমান অর্থ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ ও তদনুযায়ী আমল করা। এই তিনটি বস্তুর সমন্বয়েই খাঁটি মুমিন হওয়া যাবে, নচেৎ নয়।

(তিন) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা। রুকূ-সিজদা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা, মসজিদের দিকে ছালাতের জন্য রওয়ানা হওয়া, হজ্জ আদায় করা, ছিয়াম পালন করা, আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি যত প্রকার আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা করা হয় সবই এর মধ্যে শামিল হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (ছালাতে) দন্ডায়মান হও’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ -
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত’ *(হজ্জ ২২/৭৭-৭৮)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً-
‘আর রহমানের বান্দা তারাই যারা (আল্লাহর) যমীনে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম (শান্তি)। আর তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় ও

দন্ডায়মান হয়ে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৪)*। এ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আরো অনেক দলীল বর্ণিত হয়েছে। [দ্রঃ *হাফেয আল-হাকামী, মা'আরিজুল কুবূল (দার ইবনুল জাওযী, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৬হিঃ), ২/৭৩৫-৭৪০; আব্দুর রাযযাক আল-বদর, যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুক্বছানিহি (দার কুনূয ইশবীলিয়া, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৭ হিঃ), পৃঃ ৩৭-৪০*]

ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের দৃষ্টিতে ঈমান :

খারেজীগণ তিনটি বিষয়কেই (অর্থাৎ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন) ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। সেকারণে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের মতে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

মুরজিয়াদের বারোটি উপদলের মধ্যে **কাররামিয়াগণ** বিশ্বাস ও আমল ছাড়াই কেবল মুখের 'স্বীকৃতি' ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। সাধারণ **মুরজিয়াগণ** 'বিশ্বাস ও স্বীকৃতি'কে ঈমান বলে থাকেন। [*ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯*]

ইমাম আবু হানীফা ও কিছু সংখ্যক ফক্বীহ 'আমল'কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি; বরং 'ঈমানের বাস্তব পদ্ধতি' (شرائع الإيمان) বলে মনে করেন। [*আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৯৭]*

ঈমানের শাখাসমূহ:

"ঈমানের ৭৭ টির বেশি শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা এ স্বীকৃতি প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আর ঈমানের নিম্নতম শাখা হলো কষ্টদায়ক বস্তু পথ হতে অপসারণ করা এবং লাজুকতা ঈমানের অংশ।" [সহীহ বুখারী, পর্ব ২ঃ ঈমান, অধ্যায় ৩, হাদীস নং ৯ ও সহীহ মুসলিম, পর্ব ১ঃ ঈমান, অধ্যায় ১২, হাদীস নং ৩৫]

ঈমানের রোকন:

ঈমান কি? জিব্রীল (আঃ)-এর এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

ঈমান হচ্ছে ১। আল্লাহ তা'আলা ২। তাঁর ফেরেশতাগণ ৩। তাঁর কিতাবসমূহ ৪। তাঁর রাসূলগণ ৫। পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং ৬। তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা।

[মুসলিম হা/৮; আবু দাঊদ হা/৪৬৯৫]

প্রথমত: আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন চারটি বিষয় দ্বারা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হয় বলে সালফে সালেহীন মনে করেন।

১. আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস।

২. আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি সব কিছুর প্রকৃত মালিক, সব কিছুর প্রতিপালন তিনিই করেন।

৩. আল্লাহর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য এবং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্ত্বা। এ ক্ষেত্রে কোন মর্যাদাবান ফেরেস্তা বা আল্লাহ প্রেরিত কোন নবী রাসূলের অংশিদারিত্ব নেই।

৪. আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন। এর ধরণ হলো, কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলী বান্দা শুধু তার জন্যই নির্ধারণ করবে। বর্ণনার অবিকল বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঐভাবেই তাকে ডাকবে। কোন প্রকার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের আশ্রয় নিবে না। এবং তার কোন প্রতিচ্ছবির কল্পনাও সে করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তার মত কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা শুরা: **১১**]

দ্বিতীয়ত: ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

ফেরেস্তাগণ অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। আল্লাহ তাদেরকে নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে তাঁর আদেশের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের যোগ্যতা এবং তার আদেশ বাস্তবায়নের শক্তি-সামর্থ দান করেছেন। প্রভু অথবা উপাস্য হওয়ার নূন্যতম কোন বৈশিষ্ট্য তাদের নেই। তারা হলেন সৃষ্ট। আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর সম্মানিত বান্দা হিসেবে। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষের সাথে তাদের কোন মিল নেই। তারা পানাহার করেন না, ঘুমান না, বিবাহের প্রয়োজন নেই তাদের। যৌন চাহিদা হতে তারা মুক্ত, এমনকি যাবতীয় পাপাচার হতেও। মানুষের নানান আকৃতিতে আত্মপ্রকাশে তারা সক্ষম।

চারটি বিষয়ের মাধ্যমে ফেরেস্তার উপর ঈমান পূর্ণ হয়:

১. আল্লাহ তাদের যে সকল গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুসারে তাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

২. কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তাদের যে সকল নাম আমরা জেনেছি, সে গুলো বিশ্বাস করা, যেমন জিব্রাইল, ইস্রাফিল, মিকায়ীল, মালিক, মুনকার, নাকীর এবং মালাকুল মাউত ফেরেস্তাবৃন্দ এবং তাদের মধ্য হতে যাদের নাম আমাদের জানা নেই, তাদেরকেও সাধারণভাবে বিশ্বাস করা।

৩. তাদের মধ্য হতে যার বৈশিষ্ট্যের কথা কোরআনে এবং বিশুদ্ধ হাদীসে আমরা জেনেছি, তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন, জিব্রাইল আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট- তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন, যে আকৃতিতে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন অবিকল সে আকৃতিতে। যিনি তার ছয়শত ডানায় আচ্ছাদিত করেছিলেন আদিগন্ত। এমনিভাবে আরশবহনকারী ফেরেস্তার বৈশিষ্ট্য এই যে তার এক কান হতে অপর কানের দূরত্ব হলো সাতশত বছরের পথ। সুবহানাল্লাহ!

৪. তাদের মধ্য হতে যাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা অবগতি লাভ করেছি, তা বিশ্বাস করা। যেমন, ক্লান্তিহীনভাবে দিনরাত তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকেন।

কোন প্রকার অবসাদ তাদের স্পর্শ করে না। তাদের মধ্য রয়েছেন, আরশবহনকারী, জান্নাতের প্রহরী এবং জাহান্নামের রক্ষী। আরো আছেন এক ঝাক ভ্রাম্যমান পবিত্র ফেরেস্তা, যারা আল্লাহর আলোচনা হয় এমন স্থান সমূহকে অনুসরণ করেন।

কতিপয় ফেরেস্তার বিশেষ কাজ:

• **জিব্রাইল:** অহী আদান প্রদানের দায়িত্বশীল, এবং নবী রাসূলের নিকট অহী নিয়ে অবতরণের দায়িত্ব তার প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে।

• **ইস্রাফিল:** পুনরুত্থান দিবসে সিংগায় ফূৎকারের দায়িত্ব তার প্রতি ন্যস্ত হয়েছে।

• **মিকায়ীল:** বৃষ্টি ও উদ্ভিদ উৎপন্নের দায়িত্বশীল।

• **মালিক:** জাহান্নামের দায়িত্বশীল।

• **মুনকার এবং নাকীর:** তাদের উভয়ের প্রতি কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

• **মালাকুল মাউত:** রূহ কবজের দায়িত্ব তার।

• **আল মুয়াক্কিবাত:** বান্দাদের সর্বাবস্থায় রক্ষার দায়িত্ব তাদের।

• **আল কিরামুন কাতিবুন:** আদম সন্তানদের দৈনন্দিন আমল লেখার কাজে তারা নিয়জিত।

এছাড়া আরো অনেক ফেরেস্তা আছেন, যাদের আমল সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এ তো মানুষের জন্য উপদেশ মাত্র।" [সূরা মুদ্দাসসির : ৩১]

তৃতীয়ত: কিতাব সমূহের উপর ঈমান: কিতাব দ্বারা এমন সব কিতাবকে বোঝানো হচ্ছে যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য, এবং যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকূলের প্রতি রহমত ও পরকালে তাদের জন্য নাজাত ও কল্যাণ স্বরূপ জিব্রাইলের মাধ্যমে রাসূলদের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনার অর্থ:

১. এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, সকল কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে আলোকবর্তিকা, হেদায়েতের আকর হিসেবে, সত্য ধর্ম নিয়ে।

২. বিশ্বাস করা যে এ হলো আল্লাহর কালাম বা কথা। কোন সৃষ্টির কালাম নয়। জিব্রায়ীল আল্লাহর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। আর রাসূল শ্রবণ করেছেন জিব্রায়ীল থেকে।

৩. বিশ্বাস করা সকল কিতাবে বর্ণিত যাবতীয় বিধি-বিধান ঐ জাতির জন্য অবশ্যই পালনীয় ছিল, যাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. বিশ্বাস করা আল্লাহর সকল কিতাব একটি অপরটিকে সত্যায়ন করে। পরস্পর কোন বিরোধ নেই। তবে বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ কোন কারণে হয়ে থাকে, যা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন।

৫. কিতাব সমূহ হতে যেগুলোর নাম আমারা জানি সেগুলো বিশ্বাস করা।
যেমন:• আল কুরআনুল কারীম : যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

• **তাওরাত:** যা মুসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
• ইঞ্জিল: যা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
• **যাবূর:** যা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
• ইব্রাহিম এবং মূসা আলাইহিস সালামের উপর সহীফাহ সমূহ। এছাড়া সাধারণভাবে ঐ সকল আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করা যার নাম আমাদের জানা নেই।

৬. বিশ্বাস করা-আসমানী সকল কিতাব এবং তার বিধান রহিত হয়েছে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণের মাধ্যমে। রহিত সে কিতাবগুলোর বিধান অনুসারে আমল কারো জন্য বৈধ নয়। বরং সকলের প্রতি কুরআনের অনুকরণ, অনুসরণ ফরজ। এ একমাত্র কিতাব, যার কার্যকারিতা কেয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। অন্য কোন কিতাব কুরআনুল কারীমের বিধানকে রহিত করতে পারবে না।

৭. নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত অন্যান্য ঐশী গ্রন্থগুলো বাণী-বক্তব্যের সত্যতার প্রতি কোরআনের মতই বিশ্বাস স্থাপন করা।

৮. এ মত পোষণ করা যে পূর্বের সকল কিতাবে পরিবর্তন-বিকৃতি ঘটেছে। কেননা, যে জাতির নিকট কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, রক্ষার দায়িত্বও তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনুল কারীম যাবতীয় বিকৃতি হতে সুরক্ষিত। কেননা, এর রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ আপন দায়িত্বে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" [সুরা হিজর : ৯]

চতুর্থত: নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন:

প্রথম রাসূল নূহ আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আমি আপনার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে অহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী রাসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন।" [সূরা নিসা :১৬৩] এবং শেষ নবী ও রাসূল হলেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। [সুরা আহযাব : ৪০]

আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন নবী। আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান এবং তার সাথে শিরক থেকে মুক্ত থাকার আহবানের ক্ষেত্রে সকল নবী-রাসূলের আহবান ছিল অভিন্ন। প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্রষ্টব্য: "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই বার্তা দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাগুতকে প্রত্যাখান করবে।" [সূরা নাহল :৩৬]
তবে বিধি-বিধান এবং অবশ্যই করণীয় ফরজকাজ সমূহের আহবানের ক্ষেত্রে সকলই একই বক্তব্যের অধিকারী ছিলেন না। বরং প্রেক্ষাপট অনুসারে তাদের বক্তব্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন, অবস্থা ভেদে বিবিধ। আল্লাহ তাআলা বলেন: " আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।" [সূরা মায়েদা: ৪৮]

নবী রাসূলদের প্রতি ঈমানের প্রকৃতি:

রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস কতিপয় বিশ্বাসকে বোঝায়।

১. বিশ্বাস করা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন: "কোন জাতি নেই যে ,তার কাছে সর্তককারী প্রেরণ করা হয়নি।" [সুরা আল-ফাতির :২৪] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: "আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি।" [সূরা নাহল আয়াত:৩৬]

২. নবীগণ আল্লাহর কাছ থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তার ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সত্যবাদী—এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তাদের ধর্ম ছিল ইসলাম। তাদের আহবান ছিল একত্ববাদ। তাদের যে কোন একজনের রিসালাতকে অস্বীকার এবং মিথ্যা মনে করার অর্থ হচ্ছে সকলের রিসালাত অস্বীকার এবং এবং সকলের প্রতি মিথ্যারোপ করা।

৩. এই অভিমত পোষণ করা যে তারা হলেন নেককার, পরহেজগার রাসূল। আল্লাহ তাদের উত্তম চরিত্র এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা শোভিত করেছেন। তাদের কাছে প্রেরিত অহীর সবটুকুই তারা মানুষকে অবগত করিয়েছেন, সামান্যতম গোপনতা, বৃদ্ধি ও কিংবা বিকৃতির আশ্রয় তারা নেননি।

৪. কুরআনুল কারীমে এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমানিত তাদের যে সকল নাম আমরা জানি যেমন—নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তা বিশ্বাস করা। এবং যে সকল নাম আমরা অবগত নই, তাও সাধারণভাবে বিশ্বাস করা।

৫. কুরআনুল কারীম এবং বিশুদ্ধ হাদীসে তাদের সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে তা গ্রহণ করা।

৬. তাদের মধ্য হতে যাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে তার শরীয়ত অনুসারে জীবন যাপন করা। তিনি হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৭. বিশ্বাস করা যে, তাদের একে অপরের মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উলুল আজমবৃন্দ: নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার কতিপয়কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যেমন ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ কর্তৃক তার বন্ধু বলে সম্বোধন করা; মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা। ইব্রাহীমের মত তাকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, এবং মেরাজের রজনীতে তার সাথে কথোপকথন—ইত্যাদি।

৮. বিশ্বাস করা যে, কেউ নবী হওয়া তার আপন ইচ্ছাধীন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কেউ নিজের চেষ্টায় নবী হতে পারবে না। নবুয়্যতপ্রাপ্তির ধারাবাহিকতা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের মধ্য দিয়ে শেষ এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

পঞ্চমত: পরকালে বিশ্বাস করা

পরকালে বিশ্বাসে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

১. পুনরুত্থানে বিশ্বাস: অর্থাৎ একদিন তাবৎ মৃতদের জীবিত করা হবে এবং তারা পুনরুত্থিত হবে বিশ্বপ্রতিপালকের দরবারে নগ্ন পায়ে, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অত:পর কেয়ামতের দিন তোমারা পুনরুত্থিত হবে।” [সুরা মুমিনুন : ১৫-১৬]

২. হিসাব এবং প্রতিদান দিবসে বিশ্বাস করা: বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তাআলা বান্দার ভালো এবং মন্দ সকল কাজের হিসাব নিবেন এবং এর জন্য বান্দা শাস্তি অথবা পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহ বলেন: “যে সামান্য পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে সামান্য পরিমাণ মন্দ কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।“ [সূরা যিলযাল : ৮] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: “নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, অত:পর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।” [সুরা গাশিয়াহ :২৫-২৬]

৩. জান্নাত এবং জাহান্নামকে সত্য বলে জানা ও বিশ্বাস করা এবং সৃষ্টির জন্য সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলে মনে করা। জান্নাত হলো সুখ, শান্তি আরামের স্থান, যা সৃষ্টি করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্য। আর জাহান্নাম হলো দু:খ,কষ্ট ও অশান্তির স্থান, যা কাফেরদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. যে সকল বিষয় মৃত্যুর পর সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা। যেমন— কবরে শাস্তি অথবা শান্তি, মুনকার এবং নাকীর ফেরেস্তার প্রশ্ন করা, হাশরের ময়দানে সূর্যের একেবারে মাথার নিকটবর্তী হওয়া, পুলসিরাত, মিজান বা পাল্লা, আমলনামা, হাউজে কাউসার, আল্লাহর নবীর সুপারিশ—সবই আছে এবং সত্য।

ষষ্ঠ: তাক্বদীর বা নিয়তির উপর বিশ্বাস করা

তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ: আল্লাহর রহস্যগুলোর মধ্যে একটি রহস্য হচ্ছে তাক্বদীর বা নিয়তি। কোন নিকটতম ফেরেস্তা অথবা প্রেরিত রাসূল পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাক্বদীরের উপর ঈমানের অর্থ বান্দা এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলম এবং প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে কি হয়েছে, কি হবে, কি হচ্ছে সব কিছু পূর্বেই নির্ধারণ করেন।

তাক্বদীরের উপর বিশ্বাসের স্তরসমূহ:

তাক্বদীরে বিশ্বাসের চারটি স্তর রয়েছে :

১. আল ইলম বা জানা: এর দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টির জন্য কোন বস্তু সৃষ্টির পূর্বেই তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত সবকিছুর সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলার অবগত হওয়া। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ সব বিষয় জ্ঞাত।” [সুরা আহযাব :৪০]

২. আল-কিতাবাহ বা লিখন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য আকাশ এবং পৃথিবীসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলার সব কিছু লাউহে মাহফুজে লেখে রাখা। দলীল,

আল্লাহ তাআলা বলেন: "পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে না, যা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। নিশ্চয় এ আল্লাহর পক্ষে সহজ।" [সুরা হাদীদ : ২২]

৩. আল-মাশিয়্যাত বা ইচ্ছা: এর উদ্দেশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয়, আর তিনি যা ইচ্ছে করেন না তা কখনোই হয় না। দলীল, আল্লাহর বাণী: "আপনার প্রভু যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন।" [সুরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮]

৪. আল-খালকু বা সৃষ্টি: এর উদ্দেশ্য সারা জগত তার সকল অস্তিত্ব, রূপ এবং কর্মসহ একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি বা মাখলুক। দলীল, আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অত:পর শোধিত করেছে পরিমিতভাবে।" [সুরা আল-ফোরকান :২]

ঈমানের কেন সবার আগে...?

কারণ:-

(১) ইসলামের প্রথম ভিত্তি ঈমান : ইসলামের **পাঁচটি** ভিত্তির প্রথমটি হল ঈমান তথা 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' এই সাক্ষ্য দেওয়া। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি।

১. আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. ছালাত প্রতিষ্ঠা করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং

৫. রামাযানের ছিয়াম পালন করা।
[বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬]

যুগে যুগে যত নবী-রাসূলগন এসেছেন তাদের সবারই প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ،

'আর তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার নিকটে এই অহি করিনি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর'। *[আম্বিয়া ২১/২৫]*

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে শরীআত ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও সকল নবীকে তাওহীদ (তথা ঈমান) দিয়ে পাঠানো হয়েছে।
[তাফসীরে কুরতবী, সূরা আম্বিয়া ২৫নং আয়াতের তাফসীর দ্র:]

অন্য আয়াতে প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه

'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই' *(আ'রাফ ৭/৫৯)*।[আ'রাফ ৭/৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ ১১/৫০, ৬১, ৮৪; মুমিনূন ২৩/২৩; আনকাবূত ২৯/৩৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রথম দাওয়াতও ছিল ঈমানের। তিনি বলতেন-

قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا ،

'তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'। [আহমাদ হা/১৬০৬৬; হাকেম হা/৩৯, ৪২১৯, হাদীছ ছহীহ]

(২) ঈমানের পর অন্যান্য বিধান : যারা কালেমার সাক্ষ্য দিবে তথা ঈমান আনয়ন করবে তাদের উপরই ইসলামের পরবর্তী বিধানগুলো অর্পিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বললেন-

إِنَّك تَأْتِي قوما من أهل الْكتاب. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أطاعوا لذَلِك. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَإِنْ هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة-

‘মু‘আয! তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান) নিকট যাচ্ছ। প্রথমতঃ তাদেরকে এ দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহ’লে তাদের সামনে এই ঘোষণা দিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা এটাও মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন’।

[মুসলিম, হা/১৯; আবু দাউদ, হা/১৫৮৪; মিশকাত, হা/১৭৭২]

(৩) ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত ইখলাছ তথা ঈমান [★উল্লেখ্য যে, ইখলাছই হ’ল ঈমান। আবু ফারাস আল-আসলামী বলেন,

نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال الإخلاص

‘একজন লোক ডাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? তিনি বললেন, ইখলাছ (বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৬৪৪১; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩; শু‘আবুল ঈমান হা/৬৪৪২; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩)] **:**

আল্লাহর নিকটে আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হল ঈমান। কেননা ঈমানহীন আমল কোন উপকারেই আসে না। মহান আল্লাহ বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ،َ

‘পুরুষ হোক বা নারী হোক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব’ (নাহল ১৬/৯৭)।

আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا ما كان لهُ خالِصًا، وابْتُغِيَ بهِ وجْهُه ،ُ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কোন আমল কবুল করেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ অন্তরে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়’।[নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহুত তারগীব হা/১৩৩১]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) (৭০০-৭৭৪ হিঃ) সূরা কাহাফের ১১০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য রুকন রয়েছে। অবশ্যই এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেছ হতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শরীআতের মধ্যে হবে। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা কাহাফ ১১০নং আয়াতে ব্যাখ্যা দ্রঃ]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন-

العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه ،

‘ইখলাছহীন আমল ও (সুন্নাহর) অনুসরণবিহীন সৎকাজ করা ঐ মুসাফিরের ন্যায় যে বালুভর্তি বস্তার বোঝা বহন করে, যা তার কোন উপকারে আসে না’।[আল-ফাওয়ায়েদ পৃ. ৪৯; গৃহীত: মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৮ পৃ. ৬৩]

অতএব মৌলিকভাবে আমল কবুলের শর্ত তিনটি :

(১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া

(২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং

(৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া (যুমার ৩৯/২)। [মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:]

(৪) ঈমানদাররাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ : সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হলেও *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)* যারা ঈমান আনবে প্রকৃতপক্ষে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ،

‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ’ল সৃষ্টির সেরা’ *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭)*।

এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) ও একদল বিদ্বান মুমিনদের মর্যাদা ফেরেশতাদের উপরে নির্ধারণ করেছেন'। [তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা ৪০৮ পৃঃ]

ঈমানের কারণে বান্দা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য ঈমান সবার আগে থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين ،َ

'আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ঈমান'।

ঈমানের কারণে মুমিনকে আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় ক্ষতি, অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوا ،

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে শত্রুদের প্রতিহত করেন' *(হজ্জ ২২/৩৮)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْن ،َ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদের শাস্তি দিবেন ও লাঞ্ছিত করবেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তরগুলিকে প্রশান্ত করবেন' *(তওবাহ ৯/১৪)*।

(৫) ঈমান সর্বোত্তম আমল : ঈমান শুধু সবার আগে না ঈমান হলো সর্বোত্তম আমল। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন-

إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: حَجٌّ مَبْرُور ،ٌ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। জিজ্ঞেস করা হ'ল, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হ'ল, অতঃপর কোনটি ? তিনি বললেন, মাকবূল হজ্জ সম্পাদন করা'।[বুখারী হা/২৬; মুসলিম হা/৮৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদা (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (ক্বাতাদা রাঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক সময় তাদের মাঝে দাড়াঁলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ ِأَفْضَلُ الأَعْمَال، 'আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ এবং আল্লাহর উপর ঈমান হ'ল সর্বোত্তম আমল'। [মুসলিম হা/১৮৮৫; তিরমিযী হা/১৭১২]

আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। [বুখারী হা/২৫১৮; মুসলিম হা/৮৪]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর বাণী, { مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنها} قال هي لا إلهَ إلّا اللهُ {ومَن جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ ُوُجُوهُهُمْ فِي النّارِ} قال هي الشِّرك. 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে (আমার কাছে) আসবে, সে তার চাইতে উত্তম প্রতিদান পাবে' *(নামল ২৭/৮৯)* এটা হলো- *লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ* তথা ঈমান। 'আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে মুখে ভর দেওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(নামল ২৭/৯০)*, তিনি বলেন, এটা হ'ল- শিরক'।[শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর ৪/২২০; ইবনে জারীর, হা/২৭১৩০; মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ, হা/১৯২]

অনুরূপভাবে ঈমানের ঘোষণাও সর্বোত্তম নেকী। আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন,

إذا عمِلْتَ سيِّئةً فأتْبِعْها حَسَنةً تَمْحُها، قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أمِنَ الحَسَناتِ لا إلهَ إلّا اللهُ؟ قال: هي أفضَلُ الحَسَنات ،ِ

'যখন তোমার দ্বারা কোন পাপকাজ সংঘটিত হয়ে যাবে তখন সাথে সাথে নেকীর কাজ করবে, ফলে তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলাও কি নেকীর কাজ? তিনি বললেন, সেটি সর্বোত্তম নেকী'।[আহমাদ, হা/২১৫২৫; ছহীহুত তারগীব, হা/৩১৬২]

(৬) ঈমানের কারণে ভালবাসা : মহান আল্লাহ ঈমানের কারণে একজন মুমিনের অন্তরের সাথে অন্য মুমিনের ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। সাথে সাথে দুনিয়ার মানুষের অন্তরেও তার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُد ،ًّ

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য দয়াময় সৃষ্টি করে দেন পরস্পরে ভালবাসা' *(মারিয়াম ১৯/৯৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। [তাফসীরে তাবারী, সূরা মারিয়াম ৯৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.]

ঈমানের কারণেই আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون َ

'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

(৭) ঈমানের কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি : ঈমানের কারণে আল্লাহ মুমিনদেরকে অন্যান্য মানুষের উপর মর্যাদাবান করেন। আল্লাহ বলেন-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ،ٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إنّ اللهَ يرفعُ بِهَذا الكتابِ أقوامًا، ويضعُ بِهِ آخرين، 'আল্লাহ তা'আলা এ কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন'।[মুসলিম হা/৮১৭; ইবনে মাজাহ হা/১৮০]

(৮) গুনাহের কাফফারা : ঈমান আনার ফলে পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটে যায়। মহান আল্লাহ বলেন- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে আমরা অবশ্যই তাদের মন্দ কর্মগুলি মিটিয়ে দেব এবং তাদের কাজের সর্বোত্তম ফলাফল দান করব' *(আনকাবূত ২৯/৭)*

ঈমানের সাথে বান্দা কোন ভালো কাজ করলে আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، 'অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হল মহা সফলতা' *(তাগাবুন ৬৪/৯)*।

আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه، 'তুমি কি জান না যে, ইসলাম (ঈমান) পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? আর হজ্জ পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়'?[মুসলিম হা/১২১; ছহীহুল জামে হা/১৩২৯]

(৯) ঈমানের অসীলায় প্রার্থনা করা : ঈমান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার অসীলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যায়।

[★এছাড়া যে সকল বিষয় দ্বারা অসীলা চাওয়া যায় সেগুলো হল- আল্লাহর নাম ও গুণাবলী (আ'রাফ ৭/১৮০, নাসাঈ হা/১৩০৫); সৎআমল (বুখারী হা/২২১৫); জীবিত সৎ ব্যক্তির নিকট দো'আ চাওয়া (বুখারী হা/৬৩৪২) ইত্যাদি।]

মহান আল্লাহ বলেন- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ‘হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা একজন আহবানকারীকে (মুহাম্মাদ) ঈমানের প্রতি আহবান জানাতে শুনেছি এই বলে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অতঃপর তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যুদান কর’ *(আলে ইমরান ৩/১৯৩)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ‘ইব্রাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হল যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই-বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো‘আ করলেন, اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، ‘হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্যদের নিকট আমার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে থাকি তাহলে তুমি এই কাফেরকে আমার উপর বিজয়ী করো না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু’বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানীকে পাঠিয়েছ। একে ইব্রাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারাহ তখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটে ফিরে এসে বললেন,

আপনি জানেন কি? আল্লাহ তা‘আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে’। [বুখারী, হা/২২১৭, ২৬৩৬]

(১০) শয়তান থেকে বাঁচার অন্যতম মাধ্যম হল ঈমান : শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে *(আ‘রাফ ৭/১৬-১৭)*।

বিশেষ করে ঈমানের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। শয়তানের সন্দেহ হতে বাঁচার অন্যতম উপায় ঈমানের ঘোষণা। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ‘মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টিজগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ, ‘যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে যেন বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি’। [মুসলিম হা/১৩৪]

(১১) ঈমান সফলতার পথ দেখায় : ঈমানদারদের জন্য রয়েছে হেদায়াত ও দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা। ঈমানের আলোচনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ‘এরাই হ’ল তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই হল সফলকাম’ *(বাক্বারাহ ২/৫)*।

মহান আল্লাহ বলেন- وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, ‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন’ *(মায়েদাহ ৫/৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন- مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ‘কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ’ *(তাগাবুন ৬৪/১১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন-وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ‘আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন’ *(হজ্জ ২২/৫৪)*।

ঈমান মুমিনকে জান্নাতের পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাদের ঈমানের মাধ্যমে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত সমূহের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়' *(ইউনুস ১০/৯)* মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, তাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন ফলে তারা সে আলোতে আলোকিত হয়ে পথ চলতে পারবে।[তাফসীরে তাবারী, সূরা ইউনুস ৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ] পথ দেখানোটা দুনিয়া ও আখেরাতে হবে। দুনিয়াতে জান্নাতের পথ, ক্ষমার পথ দেখাবেন *(আন'আম ৬/১২২, শূরা ৪২/৫২, হাদীদ ৫৭/২৮)*।

ক্বাতাদা ও ইবনু জুরাইজ বলেন, ঈমানদারের আমল তার জন্য সুন্দর আকৃতি ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাসের আকৃতি ধারণ করবে, আর যখন সে কবর থেকে উঠবে তখন তার সম্মুখীন হয়ে তাকে যাবতীয় কল্যাণের সুসংবাদ জানাবে। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার আমল। তখন তার সামনে আলোর ব্যবস্থা করবে যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য তার আমল কুৎসিত আকৃতি ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসবে এবং তার সার্বক্ষণিক সাথী হবে যতক্ষণ না সে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। [তাফসীরে তাবারী; তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা ইউনুস ৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.]

(১২) ঈমানদারদেরকে শয়তান প্রভাবিত করতে পারে না : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। [বাকারা ২/১৬৮, ২০৮; আন'আম ৬/১৪২; আ'রাফ ৭/২২; ইউসুফ ১২/৫; ইয়াসীন ৩৬/৬০; যুখরুফ ৪৩/৬২] সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সামনে ও পিছনে, ডাইনে ও বামে (সবদিক দিয়ে) আক্রমণ করে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ বলেন- إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 'নিশ্চয়ই শয়তানের কোন আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(নাহল ১৬/৯৯)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন- ‘সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত’ *(ছোয়াদ ৩৮/৮২-৮৩)*।

(১৩) মুমিনের জন্য সুখ-দুঃখ দু’টিই কল্যাণকর : সত্যিকারের ঈমানদারদের জীবনের সুখ-দুঃখ দু’টিই কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- عجبا لأمر الْمُؤمن كُله خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه ‘ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভূত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা একমাত্র মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার সচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শুকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর তার উপর কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর’।[মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، ‘কোন ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে একটি মাত্র কাটার আঘাত কিংবা তার চাইতেও নগণ্য কোন আঘাত লাগলে আল্লাহ তা‘আলা তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন কিংবা তার একটি গুনাহ মোচন করে দেন’।[মুসলিম হা/২৫৭২; বুখারী হা/৫৬৪০নং হাদীছে ঈমানদারের পরিবর্তে মুসলিম শব্দ এসেছে]

(১৪) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্ব লাভ : ঈমানদারগণ মহান আল্লাহর বন্ধু। মহান আল্লাহ বলেন- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، ‘মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে’ *(ইউনুস ১০/৬২-৬৩)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,
اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

‘আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর শয়তান হল অবিশ্বাসীদের বন্ধু। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে নিয়ে যায়। ওরা হল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*।

তিনি আরো বলেন-

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ‘ َ
নিশ্চয়ই লোকদের মধ্যে ইব্রাহীমের নিকটতম ব্যক্তি তারাই, যারা তার অনুসারী হয়েছে এবং এই নবী (মুহাম্মাদ) ও যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আল্লাহ হলেন বিশ্বাসীদের অভিভাবক’ *(আলে ইমরান ৩/৬৮)*।

মুমিনগণ যেমন আল্লাহর বন্ধু তেমনি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এরও বন্ধু। আমর ইবনু আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে উচ্চস্বরে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, إِنَّ آلَ أَبِيْ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنِ َ ‘অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। বরং আমার বন্ধু আল্লাহ ও নেককার মুমিনগণ’।[বুখারী হা/৫৯৯০; মুসলিম হা/২১৫।]

১৫) মুমিনর জন্যই সুসংবাদ : মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُون ،َ

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। যখন তারা সেখানে কোন ফল খাদ্য হিসাবে পাবে, তখন বলবে, এটা তো সেইরূপ, যা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। এভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ খাদ্যসমূহ। এছাড়া তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল’ *(বাক্বারাহ ২/২৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ،

‘এটা কি লোকদের জন্য বিস্ময়কর হয়েছে যে, আমরা তাদেরই মধ্যকার একজন ব্যক্তির নিকট প্রত্যাদেশ করেছি যে, তুমি লোকদের (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে যথার্থ মর্যাদার স্থান’ *(ইউনুস ১০/২)*।

১৬) মৃত্যুর সময় প্রশান্তি ও আখেরাতে জান্নাত লাভ : ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ তথা ঈমানের তালক্বীন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[মুসলিম হা/৯১৭; ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৪] ঈমানদার ব্যক্তি মৃত্যুর সময় প্রশান্তি লাভ করবে। ত্বালহা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন- إنِّي لأَعلَمُ كلمةً لا يَقولُها عبدٌ عِندَ موتِه إلّا أشرَقَ لونُه، ونفَّسَ اللهُ عنه كُربتَه: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ‘আমার এমন একটি কালেমার কথা জানা আছে, যা কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পাঠ করলে, তা তার চেহারাকে উজ্জ্বল করে এবং আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন’ তাহলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।[মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৮৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৭৯৫; নাসাঈ সুনানুল কুবরা, হা/১০৯৩৮]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من قالَ: لا إلَهَ إلا اللهُ أنجَتهُ يومًا مِن دَهْرِهِ، أصابَهُ قبلَ ذلِكَ ما أصابَه

‘যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (তথা ঈমানের ঘোষণা) বলবে এই কালিমা তাকে ঐ সময়ে মুক্তি দিবে যখন তার উপর মুছীবত আসবে’। [সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৩২] ঈমান অবস্থায় কারো মৃত্যু হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘যার শেষ কথা ’লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’। [আবু দাউদ হা/৩১১৮; ছহীহুল জামে হা/৬৪৭৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًارَسُولُ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، 'যে মৃত্যুর সময় সত্যচিত্তে অন্তর দিয়ে (ইখলাছের সাথে) এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[আহমাদ হা/২২০০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৭৮]

ঈমান অবস্থায় মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে আল্লাহ জান্নাত দিবেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি এ বিষয় দু'টোর প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[মুসলিম হা/২৭ (হাদীছ একাডেমি হা/৪৫)]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ ،
'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল' যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ এ কথা দু'টোর উপর ঈমান রেখে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না'।[মুসলিম হা/২৭ (হাদীছ একাডেমি হা/৪৫)] ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকেও মুমিনগণ মুক্ত থাকবেন।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ
'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের আগে ইয়ামান থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তার রূহ ঐ বাতাস কবয করে নিয়ে যাবে'।[মুসলিম হা/১১৭]

ক্বিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ আলো লাভ করবে। আল্লাহ বলেন-
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ،

'যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের দেখবে তাদের সম্মুখে ও ডানে তাদের ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। (এ সময় তাদের) বলা হবে, তোমাদের জন্য আজ সুসংবাদ হল জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হল মহা সফলতা' *(হাদীদ ৫৭/১২)*।

১৭) মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে ঈমান : ক্বিয়ামতের দিন সকলের আমল ওযন করা হবে। *(আ'রাফ ৭/৮)*। আর ঈমানের ওযনই সবচেয়ে বেশী হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 'নূহ (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর দুই ছেলেকে অছিয়ত করে বলেন,

إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَن اثْنَتَيْنِ أَنْهَاكُمَا عَن الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا

'আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বলার) আদেশ করছি। কেননা সাত আসমান এবং সাত যমীনকে যদি মীযানের এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্ত হয়, তাহ'লেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে'।[আহমাদ ৭১০১; ত্বাবরানী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯; ছহীহাহ ১৩৪]

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানববইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হতে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি ছওয়াব আছে। আজ তোমার

উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে, ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল’। তিনি তাকে বলবেন, মীযানের সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওজন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওযনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা‘আলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না’।[সুনান তিরমিযী হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২২৫; ছহীহাহ হা/১৩৫]

(১৮) খালেছ ঈমানের কারণে বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত লাভে ধন্য হবেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা‘আত মুমিনের জন্য আখেরাতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হ’ল, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? তিনি বললেন, আবূ হুরায়রাহ! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীছের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে

।أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه‘

ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যাক্তি যে একনিষ্ঠভাবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে’। [মুসলিম হা/২৭ (হাদীছ একাডেমি হা/৪৫)]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত শাফাআতের দীর্ঘ হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যখন শাফাআতের জন্য তাঁর কাছে আসবে তখন আল্লাহ তাঁকে বলবেন,

يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ

'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুফারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার রব! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! তখন বলা হবে, যাও, যাদের এক অণু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি আবার ফিরে আসব এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আর সিজদায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত, এরপর আল্লাহ্ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষা দানার চেয়েও ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো'।[বুখারী হা/৭৫১০]

১৯) ঈমান ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে : মুমিন ব্যক্তি কোন পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও ঈমানের কারণে যে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,.من قال لا إله إلا اللهُ، نفعَتْه يومًا من دهرِه، يُصيبُه قبلَ ذلك ما أصابَه 'যে ব্যক্তি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে একদিন না একদিন এই কালেমা অবশ্যই তার উপকারে আসবে। যদিও ইতিপূর্বে তাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে হবে'।[ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪০; আল জামে' উছ ছাগীর হা/৮৮৭৬]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ
'যে ব্যক্তি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পুণ্য থাকবে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে এবং যে ব্যক্তি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'

বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য থাকবে তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে এবং যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে'। [বুখারী হা/৪৪; মুসলিম হা/১৯৩]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হ'তে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়'? [বুখারী হা/২২; মুসলিম হা/১৮৪]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,
إنِّي لأعلَمُ كلِمةً لا يقولُها عبدٌ حقًّا من قلبِه فيموتُ على ذلِك إلّا حُرِّمَ على النّارِ لا إلهَ إلّا اللهُ

'নিশ্চয়ই আমি একটি বাক্য জানি যা কোন বান্দা অন্তরে বিশ্বাস করে বলবে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, (বাক্যটি হ'ল) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[আহমাদ হা/৪৪৭; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২০৪; ছহীহ তারগীব হা/১৫২৮]

পরিশেষে বলব, ঈমান হচ্ছে পরকালীন জীবনে মুক্তির একমাত্র সোপান। রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ ও জান্নাতের প্রবেশের চাবিকাঠিই হ'ল ঈমান। সুতরাং ঈমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঈমান খালেছ হ'লে পরকালে মুক্তি মিলবে। অন্যথা জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঈমান বিশুদ্ধ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি :

কুরআন-হাদীছের বিভিন্ন দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ঈমান বাড়ে ও কমে।

কুরআন থেকে দলীল:

(১) মহান আল্লাহ বলেন-
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل-ُ

‘যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর। এতে তাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি হয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক’ *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ‘নিশ্চয় মুমিনরা এরূপ যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াত সমূহ তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে’ *(আনফাল ৮/২)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُون-َ
‘আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অনন্তর যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করেছে’ *(তাওবা ৯/১২৪)*।

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটিই সর্বাধিক বড় দলীল যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। আর এটিই হচ্ছে অধিকাংশ উত্তরসূরী ও পূর্বসূরী বিদ্বান এবং ওলামায়ে

কেরাম ও আইম্মায়ে কেরামর মত।[*তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হিঃ), ৪/২৫৪*]

(২) হেদায়াত বৃদ্ধি : হিদায়াত হচ্ছে ঈমান। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدًّا-

'আর যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ' *(মারিয়াম ১৯/৭৬)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُم ْ

'যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাক্বওয়া দান করেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৭)*।

আহলে কাহফ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম' *(কাহফ ১৮/১৩)*। এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। [তাফসীরে ইবনে_কাছীর ৫/১৪৬]

(৩) বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি : আল্লাহ তা'আলা বিনয়-নম্রতা বৃদ্ধির সংবাদ দিয়েছেন। আর এটি ঈমান।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا ً

'আর তারা (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১০৯)*।

কুরআনের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষা, ওয়ায-নছীহত, উপদেশ বর্ণনা করা হয়েছে সে সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে মুমিন-মুসলমানদের (ঈমান) ও বিনয়-নম্রতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর আনুগত্যে তারা বিনয়ী হয়। কেননা তারা তাতেই শান্তি লাভ করে থাকে। [ইবনে জারীর, তাফসীর আত-ত্বাবারী, ৯/১৮১]

অন্তরের আমল হ’ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা, আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করা, তাঁর উপর আশা-ভরসা করা, তাঁর জন্যই বিনয়ী ও নম্র হওয়া। অনুরূপ সকল কিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যা কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয়। আর এটাই এক মানুষ থেকে অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। [কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ১৮৩]

(৪) এক মুমিন অপর মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيما-ً

‘মুমিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ-কষ্ট ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। মহান আল্লাহ জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীগণকে উপবিষ্টগণের উপর মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। আর উপবিষ্টগণের উপর জিহাদকারীগণের মহা প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন *(নিসা ৪/৯৫)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

لاَ يَسْتَوِيْ مِنْكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنفَقُوْا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِير-ٌ

‘তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা উভয়ে কখনই) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে মহান আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত’ *(হাদীদ ৫৭/১০)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِين َ

‘আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁরা বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন’ *(নামল ২৭/১৫)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم-ُ

‘আর যেসব মুহাজির ও আনছার (ঈমানের দিক দিয়ে) অগ্রবর্তী ও প্রথম, আর যেসব লোক একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্যে এমন জান্নাত প্রস্ত্তত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সুতরাং এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য’ *(তওবা ৯/১০০)*।

বর্ণিত আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হ’ল যে, ঈমান কমে ও বাড়ে। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হ’ল যে, এক মুমিন অপর মুমিন থেকে ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। এজন্যই শক্তিশালী ঈমানদার আল্লাহর নিকট দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে অধিক প্রিয়। [মুসলিম হা/২৬৬৪ ‘ক্বদর’ অধ্যায়]

(৫) জান্নাতে মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি : যার যত বেশী সৎ আমল রয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের দিক থেকে তত বেশী শক্তিশালী এবং এর ফলশ্রুতিতে জান্নাতেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم ٌ

‘তারাই সত্যিকারের ঈমানদার। এদের জন্যেই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চমর্যাদা। আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা’ *(আনফাল ৮/৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً

‘লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/২১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

(৬) পূর্ণাঙ্গ দ্বীন : পূর্ণাঙ্গ দ্বীন থেকে কিছু ছেড়ে দেওয়া হলে সেটা অপূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا-

‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদাহ ৫/৩)*। ইমাম বুখারী বলেন, পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেয়া হ’লে তা অপূর্ণ হয়। [বুখারী, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৩।]

অতএব আমাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা যে ঈমান ওয়াজিব করেছেন তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়, যেমনভাবে পবিত্র কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর দ্বীন এভাবেই ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। [ইবনে তাইমিয়া, শারহুল আক্বীদা ইছফাহানিয়্যাহ, পৃঃ ১৩৯] অতএব ঈমান বাড়ে এবং কমে এবং মুমিন ব্যক্তিরাও ঈমানের দিক দিয়ে সবাই সমান নয়; বরং তাদের মধ্যে মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে।

(৭) অন্তরের প্রশান্তি :

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

‘আর যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রভু! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? তিনি (ইবরাহীম) বললেন, হ্যা তবে এটা কেবল আমার আত্মিক প্রশান্তির জন্য’ *(বাক্বারাহ*

২/২৬০)। আয়াতটি থেকে বুঝা যায় ঈমান বৃদ্ধি হয়। [ইবনু বাত্তা, আল-ইবানাহ, ২/৮৩৩]

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সৎ আমল করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ল-এর সুন্নাত অনুযায়ী তা সম্পন্ন করে থাকে, সে তার অন্তরে অবশ্যই প্রশান্তি লাভ করবে। আর এটাই হচ্ছে বাস্তবে আল্লাহর ওয়াদা। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহকে বেশী বেশী ডাকে, সৎ আমল বেশী বেশী করে তখন তার ঈমান বেড়ে যায়।

(৮) আল্লাহর প্রতি মুমিনদের ঈমান আনা : মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ -

'হে মুমিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ করেছিলেন' *(নিসা ৪/১৩৬)*।

তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*।

মুমিন ব্যক্তিরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর যখন তাঁর আনুগত্য করে, বেশী বেশী সৎ আমল করে তখন তার ঈমান বাড়ে। এভাবে তারা আল্লাহর প্রতি আরো দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, পরকালের প্রতি ঈমান আনে। অতএব যে যত বেশী আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎ আমল করে, তার ঈমান তত বাড়তে থাকে।

(৯) মুমিনদের স্তর : মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় ঈমান বাড়ে এবং কমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير-

'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুলুম করেছে, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রসর হয়েছে। এটাই (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে) মহা অনুগ্রহ' *(ফাতির ৩৫/৩২)*।

এখানে মহান আল্লাহ ঈমানের দিক দিয়ে মুমিন বান্দাদের তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে যারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়, তারা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ সমূহ সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করে এবং হারাম বিষয় সমূহ ও অপছন্দীয় বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকে, তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত। যারা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী, তারা তাদের উপর অর্পিত ওয়াজিব বিষয় সমূহ সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করে থাকে এবং হারামকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকে। আর যারা নিজের আত্মার প্রতি যুলুম করেছে, তারা কিছু হারাম কাজে পতিত হয় এবং কিছু ওয়াজিব বিষয় সমূহ আদায়ে ত্রুটি করে। কিন্তু তাদের সাথে প্রকৃত ঈমান আছে। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রমাণ। [আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী, তানবীহাত লত্বীফাহ, পৃঃ ৫০; তাফসীর আস-সা'দী, পৃঃ ৬৮৯; ইবনে কাছীর ৬/৫৬৮]

(১০) পাপের কারণে মানুষের অন্তর থেকে ঈমান আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকে। এমনকি তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'না এটা কখনও নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরের উপর মরিচারূপে জমে গেছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)*।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'অবশ্যই কোন মুমিন ব্যক্তি যখন পাপ কাজে পতিত হয় তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে পাপ থেকে তওবা-ইস্তেগফার করলে অন্তর থেকে দাগটি উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তার অন্তর মসৃণ উজ্জ্বল হয়ে যায়। কালো দাগ বাড়তে থাকলে (পাপ বাড়লে) তার সম্পূর্ণ অন্তর ঘিরে ফেলে। এ মরীচিকা সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, 'না এটা কখনও নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচারূপে জমে গেছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)*। [তিরমিযী ৫/৪৩৪; ইবনে মাজাহ হা/৪২৪৪; আহমাদ ২/২৯৭, সনদ ছহীহ]

উপরে বর্ণিত আয়াত এবং হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান কমে ও বাড়ে। [যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকুছানিহি, পৃঃ ৫৪-৮০।]

ঈমান বাড়ে ও কমে এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বহু প্রমাণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা কুরআনের দলীলগুলি উপস্থাপন করেছি।

এখানে হাদীছ থেকে কয়েকটি দলীল পেশ করা হল:

(1)عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

১. আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোন ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটেরা লুটতরাজ করে না মুমিন অবস্থায়, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে’। [বুখারী হা/২৪৭৫, ‘মাযালিম’ অধ্যায়; মুসলিম হা/২০২ ‘ঈমান’ অধ্যায়]

হাদীছটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান কমে ও বাড়ে। কোন মুমিন ব্যক্তি যখন পাপে পতিত হয় তখন তার ঈমান কমে যায়। আবার যখন সে তওবা করে পাপ থেকে ফিরে আসে, তখন তার ঈমান বাড়ে। আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, আমার পিতা থেকে শুনেছি তাঁকে ইরজা (মুরজিয়া, যারা ঈমানকে আমলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, আমরা ঈমান সম্পর্কে বলব, কথা ও আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা, সেটা কমে ও বাড়ে। যখন (কোন মুমিন ব্যক্তি) যেনা করে ও মদ পান করে তখন তার ঈমান কমে যায়। [আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ ১/৩০৭]

মোদ্দাকথা, কোন মুমিন ব্যক্তি বড় পাপ করলে তার ঈমান কমে যায়। তবে সে কাফের হয়ে যায় না। যেমন খারেজীরা এরূপ পাপে পতিত হওয়ার কারণে (মুসলমান ব্যক্তিদের) কাফের ধারণা করে থাকে। [ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ, ৯/২৪৩]

উল্লেখ্য যে, কোন মুমিন ব্যক্তি কবীরা গোনাহ করলে (বড় শিরক ব্যতীত) এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে সেটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তার পাপ পরিমাণ শাস্তি দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[*নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম, ২/৪১*]

(2)عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

২. আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হ'ল তাওহীদের ঘোষণা এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। আর সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা'। [বুখারী হা/৯, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/**১৫৩** 'ঈমান' অধ্যায়]
অতএব বুঝা যাচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা রয়েছে। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে।

হাদীছটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈমানের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে ভিন্ন হয়। আরো জানা যায় যে, মানুষ ঈমানের দিক দিয়ে অন্যের থেকে অনেক উপরে হ'তে পারে। অতএব যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না সে তার জ্ঞান ও শরী'আতের দলীলের বিরোধিতা করে।

(3)عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

৩. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে। যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে। যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও

নেকী থাকবে, তাকেও জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে'। [বুখারী হা/৪৪, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৭৮ 'ঈমান' অধ্যায়।]

(4)عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ. قُلْنَ بَلَى.
قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ
وَلَمْ تَصُمْ. قُلْنَ بَلَى. قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا-

৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা ছাদাক্বাহ করো। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বাধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদা সতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায় হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি ছালাত ও ছিয়াম হ'তে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি'। [বুখারী হা/৩০৪, 'হায়েয' অধ্যায়; মুসলিম]

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়। এতে সমর্থ না হলে কথা দিয়ে, এটিতেও সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে সেটিকে ঘৃণা করবে। আর এটা হল দুর্বল

ঈমান'। ইমাম নববী বলেন, অন্যায় কাজে বাধা দেওয়াটা ঈমানের একটি শাখা। [শরহে ছহীহ মুসলিম ২/২১]

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য :

১. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর সাথীদের বলতেন, هلموا نزداد إيمانا، 'এসো আমরা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করি'। [মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১১/২৬; লালকাঈ, শারহু উছুলে ইতেক্বাদে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ৫/১০১২, হা/১৭০০।]

২.আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) দো'আতে বলতেন, اللهم زدني إيمانا ويقينا 'হে আল্লাহ! আমার ঈমান ও প্রত্যয় বৃদ্ধি করে দাও'। [আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ, ১/৩৬৮, হা/৭৯৭; লালকাঈ, শারহু ইতেক্বাদ, ৫/১০১৩, হা/১৭০৪; ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ১/৪৮, সনদ ছহীহ]

৩. মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) তাঁর সাথীকে বলতেন, اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً، يَعْنِي نَذْكُرُ اللهَ. 'আমাদের সাথে বস, আমরা আল্লাহর প্রতি কিছুক্ষণ ঈমান আনি। অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করি। [শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০১৪, হা/১৭০৭, ফাতহুল বারী, ১/৪৫, সনদ ছহীহ]

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, الإيمان يَزِيدُ وَيَنْقُص 'ঈমান বাড়ে এবং কমে'। [শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০১৬, হা/১৭১১]

৫. ওমাইর বিন হাবীব আল-খাতামী (রাঃ) বলেন, الْإِيمَان يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قِيلَ: وَمَا زِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ؟ قَالَ : إِذَا ذَكَرْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدْنَاهُ وَسَبَّحْنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ وَإِذَا غَفَلْنَا وَضَيَّعْنَا وَنَسِينَا. فَذَلِكَ نُقْصَانه. 'ঈমান বাড়ে ও কমে। বলা হ'ল, তার কিভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে? তিনি বললেন, আমরা যখন আল্লাহর যিকর করি, তাঁর প্রশংসা করি, তাসবীহ (তাহলীল)

পাঠ করি, তখন সেটি বাড়ে। আর যখন আমরা অলসতা করি, যিকর থেকে গাফেল হই, ভুলে যাই তখন সেটি কমে'। [শারহু ই'তেক্বাদ ৫/১০২০, হা/১৭২১]

৬. ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) আদী ইবনু আদী (রহঃ)-এর নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন, ঈমানের কতকগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ ফরয এবং কতকগুলো সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পরিপূর্ণ রূপে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান অপূর্ণাঙ্গ হয়। [বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায়, পৃঃ ৪]

৭. আব্দুর রহমান বিন ওমর আল-আওযাঈ (রহঃ) বলেন, الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَاحْذَرُوْهُ فَإِنَّهُ مُبْتَدِع 'ঈমান হ'ল কথা ও কর্ম দ্বারা বাস্তবায়ন করা। সেটি বাড়ে ও কমে। যে ধারণা করে যে ঈমান শুধু বাড়ে, কমে না, তার থেকে তোমরা সতর্ক থাকো। কেননা সে বিদ'আতী'।[আজুর্রী, আশ-শারী'আহ, পৃঃ ১১৭, শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০৩০, হা/১৭৩৯, সনদ মাক্বুল]

৮. আওযাঈ (রহঃ)-কে ঈমান বাড়ে কি-না এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,نعم حتى يكون كالجبال، قيل فينقص؟ قال نعم، حتى يبقى منه شيئ- 'হ্যাঁ বাড়ে, এমনকি সেটি পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, অতঃপর সেটি কি কমে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এমনকি তার যৎসামান্যই অবশিষ্ট থাকে'। [শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০৩০, হা/১৭৪০।]

৯. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, الإيمان يزيد وينقص 'ঈমান বাড়ে ও কমে'। [আব্দুল্লাহ, আস-সুন্নাহ, ১/৩১০, হা/৬০৪, শারহু ই'তেক্বাদ, ৫/১০২৯, হা/১৭৩৮, সনদ ছহীহ]

১০. আব্দুর রায্যাক শায়বানী বলেন, আমি মা'মার, সুফয়ান ছাওরী, মালেক বিন আনাস, ইবনে জুরাইজ এবং সুফয়ান বিন উয়াইনা থেকে শুনেছি সবাই বলেন, الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُص 'ঈমান হ'ল কথা ও কর্ম দ্বারা বাস্তবায়ন করা। সেটি বাড়ে ও কমে'।

১১. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, الإيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُص ‘ঈমান হ’ল কথা ও কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা, সেটি বাড়ে ও কমে’।

১২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, الإيمان بعضه أفضل من بعض وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل ‘ঈমানের কিছু অংশ কিছু অংশ থেকে উত্তম। সেটি বাড়ে ও কমে। আমলের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি হয় এবং আমল ছেড়ে দিলে তা হ্রাস প্রায়।

তিনি আরো বলেন, الإيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ إذا عملت الخير زاد وإذا ضعت نقص- ‘ঈমান হ’ল কথা ও কর্মের সমন্বয়। সেটি বাড়ে ও কমে। যখন তুমি ভালো আমল করবে তখন তা বৃদ্ধি পাবে এবং নষ্ট করলে (খারাপ আমল দ্বারা) কমে যাবে। [আস-সুন্নাহ ২/৬৮০, হা/১০১৩]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে ছালেহীনের কথা থেকে বুঝা যায়, ভাল কাজ করলে ঈমান বাড়ে এবং পাপ কাজ করলে কমে। এমনকি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে হেফাজত করুক।

ঈমান ভংগের কারন

১। আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতে শির্ক করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨﴾ [النساء: ٤٨]

‘‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন’’। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة : ٧٢]

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন, আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২]

এসমস্ত শির্কের উদাহরণ: যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা, তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ও তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা এবং তাদের নামে মান্নত করা ইত্যাদি।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকে এবং তাদের নিকট শাফা'আত কামনা করে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ শাফা'আতের একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি বলেন, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই আয়াত্ত্বাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য' (যুমার ৪৪)।

এক শ্রেণীর লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে এবং তাদেরকে সুফারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করে। অথচ তাদের সুফারিশ করার কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন, وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ 'তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না পারে উপকার করতে এবং তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুফারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে' (ইউনুস ১৮)।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা কুফরী। যেমন কোন পীর, অলী-আউলিয়া, জীবিত বা মৃত কোন বুযুর্গ বা বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর ভরসা করে কোন কাজ শুরু করা। কেউ যদি গুরু সহায়, খাজা ভরসা, ফাতেমা সহায়, রাসূল ভরসা ইত্যাদি বলে তাহ'লে শিরক হবে। একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে, অন্যথা ঈমান বিনষ্ট হবে।

৩. যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করে অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদসমূহ সঠিক মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَس 'নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র' (তওবা ২৮)।

মুশরিক সম্প্রদায় অপবিত্র হওয়ার পর কি করে তাদের মতবাদ গ্রহণীয় হ'তে পারে? তিনি আরও বলেন, أَنَّ اللهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُه 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের থেকে মুক্ত' (তওবা ৩)। অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহর কোন দায়দায়িত্ব নেই। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ 'নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং শিরক করে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট সৃষ্টি' (বায়্যিনাহ ৬)।

৪. যদি কোন মুসলিম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ অথবা ইসলামী হুকুমাত বা বিধান ব্যতীত অন্য কারো তৈরী হুকুমাত উত্তম মনে করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, মানুষের তৈরী আইন ও বিধান ইসলামী শরী'আত থেকে উত্তম বা ইসলামের সমান, মানব সৃষ্ট বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা জায়েয, ইসলামী হুকুমাত বিংশ শতাব্দীর জন্য প্রযোজ্য নয়, ইসলামই মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ, ইসলামের সাথে পরকালীন সম্পর্ক, দুনিয়াবী কোন সম্পর্ক নেই- ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে উক্ত বিষয়গুলো কুফরীর শামিল। কারণ এটা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার হীন প্রচেষ্টা মাত্র। [ফাতাওয়া আল-মারআতুল মুসলিমা **১/১৩৭** পৃঃ]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালা পরিত্যাগ করা কোন মুমিনের জন্য জায়েয হ'তে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার নারী-পুরুষের সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে' (আহযাব ৩৬)। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক কোন বিষয় নির্ধারিত হ'লে তা পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারও নেই।

৫. যদি কোন মুসলমান আল্লাহর নবীস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর আনিত বিধানের কোন অংশকে অপছন্দ করে তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا

فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ ،لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 'আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পসন্দ করে না। অতএব তাদের কর্মসমূহ আল্লাহ ব্যর্থ করে দিবেন' (মুহাম্মাদ ৮-৯)। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আমল সমূহ বাতিল হওয়ার অন্যতম কারণ আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় অপসন্দ করা। উক্ত বিষয় আমল করলেও অপসন্দ করার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُوْنَ 'তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্য সমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হ'ল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা অপসন্দ করল' (তওবা ৪৮)।

৬. যদি কোন মুসলিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত ধর্মের কোন বিষয়ে অথবা ধর্মীয় ছওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ، لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُم 'আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, ঈমান আনার পর তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ' (তওবা ৬৫-৬৬)। যারা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কোন আশা নেই। আল্লাহ বলেন, فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْن 'সুতরাং যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে ব্যতিব্যস্ত করে রাখি' (ইউনুস ১১)। এ ধরনের লোকদের সাথে উঠাবসা, চলাফেরা ত্যাগ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত আচরণ পরিত্যাগ না করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا-

'আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারী করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহর আয়াত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ করতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। অন্যথা তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একই জায়গায়

সমবেত করবেন' (নিসা ১৪০)। এরূপ ব্যক্তিদের আল্লাহ নির্বোধ বলে ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতেও নিষেধ করেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ' (মায়েদাহ ৫৭-৫৮)। উপহাস করা মুনাফিকদের আলামত হিসাবে আল্লাহ রাববুল আলামীন উল্লেখ করেন, وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ 'আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, আমরাতো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র' (বাক্বারাহ ১৪)। উল্লিখিত আয়াত সমূহে ধর্মে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাসকারীকে জাহান্নামী, নির্বোধ ও মুনাফিকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং এদের সাথে চলাফেরা, উঠাবসাও সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে।

৭. যদি কেউ যাদুর মাধ্যমে ভাল কিছু অর্জন বা মন্দ কিছু বর্জন করতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা ভাঙ্গন ধরাতে গোপন, প্রকাশ্য, মন্ত্র-তন্ত্র করতে চায় অথবা কারো সাথে (ছেলে-মেয়ে) সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বে ফাঁটল ধরাতে চায় তবে তা সম্পূর্ণরূপে কুফরী। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে উভয়ই কুফরী করল।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন (৪) সূদ

খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতী-সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া'। [বুখারী হা/২৭৬৬; মুসলিম হা/২৭২; মিশকাত হা/৫২।]

৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি এমন কাজ করে তবে সে কুফরী করল। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ 'তোমাদের মধ্যে যে তাদের (বিধর্মীদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' (মায়েদাহ ৫১)। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়' (মুমতাহিনা ১)।

৯. যে ব্যক্তি মনে করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শরীআত ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে গ্রহণ করবে তার কোন আমল গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আলে ইমরান ৮৫)।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا 'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান' (নিসা ১১৫)।

মানুষ আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে অন্য দ্বীন তালাশ করে, অথচ আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর দ্বীন মেনে চলে।

মহান আল্লাহ বলেন, أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ 'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে' (আলে ইমরান ৮৩)।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, জড় বস্তু আল্লাহর দ্বীনের অনুগত হ'তে বাধ্য, আর মানুষের বিষয়টিতো এর চেয়ে কঠিন। কারণ মানুষ আল্লাহর দ্বীন মানবে বলে রূহের জগতে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে এসেছে। যা লঙ্ঘন করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হ'তে হবে।

১০. আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যারা ইসলাম অনুসারে আমল করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে নারাজ, এরকম ব্যক্তি কাফির। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহর আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালিম আর কে হ'তে পারে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব' (সাজদাহ ২২)।

এছাড়াও সূরা কাহফের ৫৭নং আয়াতেও একই ধরনের বক্তব্য এসেছে। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى- 'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে

তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব' (ত্ব-হা ১২৪-১২৬)।

মানুষ নির্দ্বিধায় আল্লাহকে ভুলে অসৎ পথে চলে, পাপাচারে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির অনুসারী হ'তেও দ্বিধা করে না। কিন্তু হক্ব যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করত তবে আসমান-যমীন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ 'সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসারী হ'ত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত' (মুমিনূন ৭১)।

সূত্র:

১। https://at-tahreek.com/

২। https://quraneralo.net/faith-foundation-and-consequence/

৩। https://www.hadithbd.com/